গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
সাধারণ অধিশাখা
www.cabinet.gov.bd

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.০০০.৪১৬.৫৩.০০০১.২৫.৮৬০

তারিখ: ১৫ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: **জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ সংক্রান্ত পরিপত্র প্রেরণ।**

আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ সংক্রান্ত পরিপত্র সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতৎসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তি: পরিপত্র।

৩০-১২-২০২৫
তানিয়া আফরোজ
উপসচিব
২২৬৬৪১০৪৮
general_sec@cabinet.gov.bd

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। সিনিয়র সচিব/সচিব (সকল)।
২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ।
৩। মহাপরিচালক, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ।
৪। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।
৫। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।
৬। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)।
৭। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর।
৮। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর।
৯। মহাপরিচালক, মাদরাসা শিক্ষা অধিদপ্তর।
১০। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর।
১১। জেলা প্রশাসক (সকল)।
১২। পুলিশ সুপার, (সকল)।
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল)।
১৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

স্মারক নম্বর: ০৪.০০.০০০০.০০০.৪১৬.৫৩.০০০১.২৫.৮৬০/১ (৯)

তারিখ: ১৫ পৌষ ১৪৩২ বঙ্গাব্দ
৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ

অনুলিপি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। অতিরিক্ত সচিব, কমিটি ও অর্থনৈতিক অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
২। অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও বিধি অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৩। অতিরিক্ত সচিব, জেলা ও মাঠ প্রশাসন অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৪। অতিরিক্ত সচিব, সমন্বয় অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৫। অতিরিক্ত সচিব, মন্ত্রিসভা ও রিপোর্ট অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৬। অতিরিক্ত সচিব, আইন অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৭। যুগ্মসচিব, সংস্কার অনুবিভাগ, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৮। মন্ত্রিপরিষদ সচিবের একান্ত সচিব (উপসচিব), মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।
৯। সচিব (সমন্বয় ও সংস্কার) এর একান্ত সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।

৩০-১২-২০২৫
তানিয়া আফরোজ
উপসচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ
www.cabinet.gov.bd.

নম্বর: ০৪.০০.০০০০.০০০.৪১৬.৫৩.০০০১.২৫.৮৫৯

তারিখ: ১৫ পৌষ ১৪৩২ / ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫

পরিপত্র

বিষয়: জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধান অনুসরণ।

নির্বাচন কমিশন সচিবালয় আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬ তারিখে অনুষ্ঠেয় ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন ও গণভোট পরিচালনা ও সম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীকে সততা, নিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতার সাথে নির্বাচনি দায়িত্ব পালন করতে এবং উক্ত দায়িত্ব পালনে কোনোরূপ শৈথিল্য প্রদর্শন না করার বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে সহযোগিতা প্রদানের জন্য অনুরোধ করেছে।

২। উক্ত নির্বাচন পরিচালনার জন্য ইতোমধ্যে ৬৯ জন রিটার্নিং অফিসার এবং ৪৯৯ জন সহকারী রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করা হয়েছে। নির্বাচন সংক্রান্ত কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মধ্য হতে এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেসরকারি অফিস/শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হতেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভোটগ্রহণ কর্মকর্তা নিয়োগ করার প্রয়োজন হবে। নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক জুডিশিয়াল/এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য মোতায়েন করা হবে। নির্বাচন কর্মকর্তাদের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর বিধানাবলির প্রতি সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাচ্ছে। উক্ত আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকরি এবং ৫ ধারায় শৃঙ্খলামূলক বিধানাবলি বিধৃত রয়েছে।

৩। নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব-সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারী ও শিক্ষক বা অন্য যে-কোনো ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১-এর ২(ঘ) ধারায় বর্ণিত সংজ্ঞা অনুযায়ী নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে গণ্য হবেন এবং তিনি উক্ত দায়িত্ব পালনের জন্য নির্বাচন কমিশনের নিকট দায়ী থাকবেন। এরূপ দায়িত্ব ও কর্তব্যে নিযুক্তির জন্য নির্বাচন কর্মকর্তা হিসেবে কোনো আনুষ্ঠানিক নিয়োগপত্র নাও থাকতে পারে। নির্বাচন কমিশন কোনো সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত ও আধাস্বায়ত্তশাসিত অফিস/প্রতিষ্ঠান এমনকি বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠানের কাছে লিখিতভাবে কোনো তথ্য সরবরাহ, কর্মসম্পাদন ইত্যাদির জন্য কোনো নির্দেশ প্রদান করলেই সেই অফিস/প্রতিষ্ঠান প্রধান ও অন্যান্য কর্মকর্তা/কর্মচারী (যারা সংশ্লিষ্ট তথ্য প্রদান ও কর্মসম্পাদনের দায়িত্বে নিয়োজিত) নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্বে নিযুক্ত হয়েছেন বলে গণ্য হবেন। নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো দায়িত্ব পালনে অনীহা, অসহযোগিতা, শৈথিল্য বা ভুল তথ্য প্রদান ইত্যাদির জন্য অসদাচরণের অভিযোগে সংশ্লিষ্ট নির্বাচন কর্মকর্তাকে অভিযুক্ত করা যাবে এবং শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

৪। এমতাবস্থায়, সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এবং সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত, আধাস্বায়ত্তশাসিত ও বেসরকারি অফিস/প্রতিষ্ঠান/সংস্থার কর্মকর্তা/কর্মচারী/শিক্ষকগণকে সংশ্লিষ্ট আইনের বিধান সম্পর্কে সজাগ থেকে অর্পিত নির্বাচনি দায়িত্ব যথাযথভাবে পালনের জন্য অনুরোধ করা হলো।

৩০.১২.২০২৫
(ড. শেখ আব্দুর রশীদ)
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। সিনিয়র সচিব/সচিব.....মন্ত্রণালয়/বিভাগ
২। মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ পুলিশ, ঢাকা
৩। মহাপরিচালক, বিজিবি
৪। মহাপরিচালক, কোস্ট গার্ড
৫। মহাপরিচালক, আনসার ও ভিডিপি
৬। কমিশনার, ঢাকা/চট্টগ্রাম/খুলনা/বরিশাল/ময়মনসিংহ/রাজশাহী/রংপুর/সিলেট বিভাগ
৭। মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৮। মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
৯। মহাপরিচালক, মাদ্রাসা শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
১০। মহাপরিচালক, কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর, ঢাকা
১১। জেলা প্রশাসক..... (সকল)
১২। পুলিশ সুপার, ...(সকল)
১৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসার,..... (সকল)
১৪। সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ (মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)
১৫। .....

৩০/১২/২০২৫

(মোঃ নিকারুজ্জামান)
উপসচিব
ফোন: ০২-২২৬৬৪১০৪৮
ই-মেইল: general_sec@cabinet.gov.bd

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১

(১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন)

[৪ মে, ১৯৯১]

সূচিপত্র

১. সংক্ষিপ্ত শিরোনামা ও প্রবর্তন

২. সংজ্ঞা

৩. অধ্যাদেশের প্রাধান্য

৪. নির্বাচন-কর্মকর্তার চাকুরী ও উহার নিয়ন্ত্রণ

৫. নির্বাচন-কর্মকর্তার শৃঙ্খলামূলক শাস্তি

৬. দন্ড

৭. অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ

৮. রহিতকরণ

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১

(১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন)

নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১

(১৯৯১ সনের ১৩ নং আইন)

[৪ মে, ১৯৯১]

নির্বাচন কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের বিধানকল্পে প্রণীত আইন৷

যেহেতু সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নির্বাচন-কর্মকর্তাগণের শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের জন্য বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল :-

১৷ (১) এই আইন নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) আইন, ১৯৯১ নামে অভিহিত হইবে৷

(২) ইহা ২৭শে ডিসেম্বর, ১৯৯০ তারিখে কার্যকর হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে৷

২৷ বিষয় বা প্রসংগের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) "কমিশন" অর্থ সংবিধান অনুযায়ী গঠিত নির্বাচন কমিশন;

(খ) "চাকুরী বিধি" বলিতে চাকুরী সংক্রান্ত যে কোন আইন, বিধি, বিধান, প্রবিধান, চুক্তি, দলিল, নিয়োগপত্র ও শর্ত অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(গ) "নির্বাচন" অর্থ কমিশন কর্তৃক বা উহার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত বা অনুষ্ঠিত যে কোন নির্বাচন;

(ঘ) "নির্বাচন-কর্মকর্তা" অর্থ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব বা কর্মে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি এবং পোলিং ষ্টেশনে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(ঙ) "নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ" অর্থ কোন ব্যক্তিকে চাকুরীতে নিয়োগকারী কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ;

(চ) "রিটার্নিং অফিসার" অর্থ নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের অধীন কমিশন কর্তৃক নিযুক্ত কোন রিটার্নিং অফিসার এবং রিটার্নিং অফিসারের দায়িত্ব পালনরত কোন নির্বাচন-কর্মকর্তাও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে৷

৩৷ আপাততঃ বলবত্ অন্য কোন আইনে বা কোন চাকুরী বিধিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী কার্যকর থাকিবে৷

৪৷ (১) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে, তিনি, কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিকট গ্রহণযোগ্য কোন কারণ ব্যতীত, তাঁহার দায়িত্ব গ্রহণে বা পালনে অপারগতা বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিতে পারিবেন না৷

(২) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে তাঁহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাঁহাকে নির্বাচন-কর্মকর্তা হিসাবে কোন দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে বাধা দিতে পারিবেন না বা বিরত রাখিতে পারিবেন না৷

(৩) কোন ব্যক্তি নির্বাচন-কর্মকর্তা নিযুক্ত হইলে তিনি তাঁহার উক্তরূপ নিয়োগের তারিখ হইতে নির্বাচনী দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তাঁহার চাকুরীর অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরীরত আছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(৪) উক্তরূপ প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন-কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনের ব্যাপারে কমিশন এবং ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণে থাকিবেন এবং তিনি তাঁহাদের যাবতীয় আইনানুগ আদেশ বা নির্দেশ পালনে বাধ্য থাকিবেন।

(৫) উক্তরূপ প্রেষণে চাকুরীরত থাকাকালে নির্বাচন-কর্মকর্তার নিকট নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব প্রাধান্য পাইবে এবং এই দায়িত্বের সহিত সাংঘর্ষিক বা অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হইলে তিনি তাহার অন্যান্য দায়িত্ব পালন করিতে পারিবেন।

৫। (১) কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে প্রদত্ত কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসারের কোন আদেশ বা নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হইলে বা অস্বীকৃতি প্রকাশ করিলে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোন আইনের বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করিলে বা উহার অধীন কোন অপরাধ করিলে তিনি অসদাচরণ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন এবং উক্তরূপ অসদাচরণ তাহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(২) কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণ করিলে তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ তাহাকে চাকুরী হইতে অপসারণ বা বরখাস্ত করিতে পারিবে বা বাধ্যতামূলক অবসর দিতে পারিবে বা তাহার পদাবনতি করিতে পারিবে বা তাহার পদোন্নতি বা বেতন বৃদ্ধি অনধিক দুই বৎসরের জন্য স্থগিত রাখিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরূপ কোন শাস্তি উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ব্যর্থতা, অস্বীকৃতি, লঙ্ঘন বা অপরাধের জন্য অন্য কোন আইনে নির্ধারিত কোন দন্ড প্রদান বা উহার জন্য কোন আইনগত কার্যধারা গ্রহণ ব্যাহত বা বারিত করিবে না।

(৩) কোন নির্বাচন-কর্মকর্তা উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণ করিলে কমিশন বা ক্ষেত্রমত কমিশনের সম্মতিক্রমে রিটার্নিং অফিসার তাহাকে, তাহার বিরুদ্ধে তজ্জন্য তাহার চাকুরীবিধি অনুযায়ী শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণ সাপেক্ষে, অনধিক দুই মাসের জন্য সাময়িকভাবে চাকুরী হইতে বরখাস্তের আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্তরূপ বরখাস্তের আদেশ তাহার নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তাহার চাকুরী বিধি অনুযায়ী প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে এবং তদনুযায়ী ইহা কার্যকর হইবে।

(৪) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত অসদাচরণের জন্য কোন নির্বাচন-কর্মকর্তার বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা গ্রহণের জন্য কোন নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষকে কমিশন বা ক্ষেত্রমত রিটার্নিং অফিসার অনুরোধ করিলে উক্ত কর্তৃপক্ষ উক্তরূপ অনুরোধ প্রাপ্তির এক মাসের মধ্যে উক্তরূপ কার্যধারা গ্রহণ করিবে এবং তৎসম্পর্কে কমিশনকে অবহিত করিবে।

৬। (১) কোন ব্যক্তি ধারা ৪(১) বা ৪(২) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক এক বৎসর কারাদন্ডে, বা অনধিক পাঁচ হাজার টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) কোন ব্যক্তি ধারা ৫(৩) এর অধীন প্রদত্ত কোন আদেশ পালন বা কার্যকর না করিলে বা ধারা ৫(৪) এর বিধান লঙ্ঘন করিলে তিনি অনধিক ছয় মাস কারাদন্ডে, বা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদন্ডে, বা উভয়বিধ দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৭। কমিশন বা উহার নিকট হইতে এতদুদ্দেশ্যে সাধারণ বা বিশেষভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির লিখিত অভিযোগ ছাড়া কোন আদালত এই আইনের অধীন কোন অপরাধ বিচারের জন্য গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

৮। নির্বাচন কর্মকর্তা (বিশেষ বিধান) অধ্যাদেশ, ১৯৯০ (অধ্যাদেশ নং ৩১, ১৯৯০) এতদ্বারা রহিত করা হইল।